মেসার্স চিত্রলেখা বিল্ডার এবং অন্যান্য পার্টনার

বনাম

জি. এল. সি. কর্মচারীদের সোনেল বিহার কো-অপ. হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড এবং অন্যান্য-এর স্বামী অ্যানিল জি শাহের মাধ্যমে।

(২০১৬ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৯৪৬)

[বিচারপতিদয় ইন্দু মালহত্রা এবং আজয় রাস্তগি]

দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-ধারা ৯৬-আপিলের অধিকার-হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল খারিজ করে মামলা নং ১৬.০২.২০০৫ তারিখের সম্মতি আদেশের বিরুদ্ধে আবেদনকারীদের দ্বারা দায়ের করা আপিল। ১৩৩৫/১৯৮৮ যার সাথে আবেদনকারী স্বাক্ষরকারী ছিলেন না-আবেদনকারীরা সেই পর্যায়ে কার্যধারায় পক্ষ ছিলেন না যখন সম্মতি আদেশটি ১৬.০২.২০০৫-এ পাস করা হয়েছিল, বা মামলা নং ১-এ পরবর্তী সম্মতি আদেশ তারিখ ০৩.১০.২০০৫। ১৩৩৫/১৯৮৮-বিতর্কিত রায়ে হাইকোর্ট একটি সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করেছে যে যেহেতু আপিলকারীরা কার্যধারার পক্ষপাতী ছিলেন না, এবং কার্যধারার পক্ষগুলির সম্মত শর্তে ১৬.০২.২০০৫ তারিখের আদেশটি পাস করা হয়েছিল, ই এটি আপিলকারীদের উপর বাধ্যতামূলক হবে না, এবং তাদের অধিকার টিটি স্বাধীনভাবে মূল মামলা নং ১-এ পরীক্ষা করা যেতে পারে। ৩১৬২/২০০৫ তাদের অনুরোধে দায়ের করা হয়েছে (যা হাইকোর্টের সামনে বিচারের জন্য বিচারাধীন)-মালিকানা-অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ যথাযথ-যেহেতু আপিলকারীরা রেকর্ড থেকে স্পষ্ট হিসাবে সম্মতির শর্তাবলীর পক্ষপাতী ছিলেন না, যখন আদেশগুলি ১৬.০২.২০০৫-এর পরে ০৩.১০.২০০৫-এ পাস করা হয়েছিল, তখন এটি আপিলকারীদের আবদ্ধ করতে পারে না-এর আইনি প্রভাব আইন অনুসারে তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে দায়ের করা মূল মামলায় পরীক্ষা করার জন্য উন্মুক্ত-পক্ষ-সম্মতি ডিক্রি।

আপিল নিষ্পত্তি করে, আদালত

আদেশঃ ১. মামলা নং. ১৩৩৫/১৯৮৮ আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয়েছিল কার্যধারায় পক্ষগুলির মধ্যে প্রাপ্ত সম্মতির শর্তাবলীর ভিত্তিতে তারিখের ১৬.০২.২০০৫ আদেশের পরে ০৩.১০.২০০৫ তারিখের আদেশের মাধ্যমে। প্রদত্ত পরিস্থিতিতে, যে আপিলকারীদের পরে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, তাদের দেওয়ানী কার্যবিধি আইন-এর ধারা ৯৬ এর অধীনে আপিল করার অধিকার রয়েছে।

যাইহোক, যেহেতু আপিলকারীরা সম্মতি আদেশের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাই আদালতের পক্ষে ১৬.০২.২০০৫ এবং ০৩.১০.২০০৫ তারিখের সম্মতি আদেশের আইনি প্রভাব পরীক্ষা করার সুযোগ ছিল না, যেখানে আপিলকারীরা পক্ষপাতী ছিলেন না। একবার তাদের অনুরোধে ১৬.০২.২০০৫ তারিখের সম্মতি আদেশের পরে ০৩.১০.২০০৫-কে প্রশ্নবিদ্ধ করে মূল মামলা দায়ের করা হয়ে গেলে, তাদের অনুরোধে শুরু হওয়া মুলতুবি কার্যধারায় এটি প্রকৃতপক্ষে তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করার জন্য উন্মুক্ত। [অনুচ্ছেদ ১৯][১৩৫- ডি- জী]

২. যতদূর পর্যন্ত আপিলকারীদের অধিকারের কথা বলা যায়, সেগুলি বিতর্কিত রায়ে হাইকোর্ট যথাযথভাবে রক্ষা করেছে। বিতর্কিত রায়ে হাইকোর্ট যে পর্যবেক্ষণ/তথ্য নথিভুক্ত করেছে, তা কোনওভাবেই আপিলকারীদের অধিকারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না এবং বিচারাধীন মামলা নং. ৩১৬২/২০০৫ আপিলকারীর দ্বারা দায়ের করা মামলাটি হাইকোর্টের বিতর্কিত রায়ে করা পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আইন অনুসারে তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে আদালত স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করতে পারে। [অনুচ্ছেদ ২০] [১৩৫-জী-এইচ; ১৩৬-এ-বি]

দেওয়ানী আপীল ক্ষেত্রঃ ২০১৬ সালের ৯৪৬ নং দেওয়ানি আপিল।

১৯৮৮ সালের ১৩৩৫ নং মামলায় ২০০৭ সালের ৫৫৮ নং আপিলে বোম্বে হাইকোর্টের

২২.০৭.২০১৪ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

নিখিল নায়ার, বরিষ্ঠ আইনজীবী (এ. সি.)

জয় সাভলা, বরিষ্ঠ আইনজীবী, মিসেস প্রেরণা মেহতা, ও. পি. ভাদানি, অ্যাড. উত্তরদাতাদের জন্য।

অনিল জি. শাহ, ব্যক্তিগতভাবে আপিলকারী ।

আদালতের রায় দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।

বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা

১। বর্তমান দেওয়ানি আপিল দায়ের করা হয়েছে বম্বে হাইকোর্টের ৫৫৮/২০০৭ নং আপিলের রায় ও আদেশের ভিত্তিতে, মামলা নং ১৩৩৫/১৯৮৮-এর সম্মতি আদেশের বিরুদ্ধে আবেদনকারীদের দায়ের করা আপিল খারিজ করে দেওয়া হয়েছে, যেখানে আবেদনকারীরা কার্যধারায় স্বাক্ষরকারী নন।

২. এই মামলার তালিকাটি বৃহত্তর মুম্বাইয়ের মুলুন্ড গ্রামে অবস্থিত জরিপ নং ২১৮, সিটিএস নং ৭২৭ সম্বলিত ৫০৮২ বর্গ গজ জমির সাথে সম্পর্কিত। এই মামলার পটভূমির তথ্য সংক্ষেপে নিম্নরূপে উল্লেখ করা হল:

(i) ২৮.০৪.১৯৮০ তারিখে বিবাদী নং ১ থেকে ৫২-ভৈতি পরিবার এবং বাদী-মেসার্স চিত্রলেখা বিল্ডার্স (তখন কুসুম গোরুলে এবং তুকারাম বলিরাম নালওয়াড়ে নিয়ে গঠিত) এর মধ্যে একটি বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, যার মাধ্যমে বৈতি পরিবার চিত্রলেখা বিল্ডার্স, অথবা এর মনোনীতদের পক্ষে, বাকি অর্থের জন্য ৩৫,০০,০০০ টাকা প্রাপ্তির ভিত্তিতে একটি হস্তান্তর চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ নেয়।

(ii) ০৯.০৫.১৯৮০ তারিখে, মে. চিত্রলেখা বিল্ডার্স একটি সোসাইটির সাথে একটি চুক্তিতে প্রবেশ করেছে। জী আই সি সোনালবিহার কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড.-উত্তরদাতা নং । এখানে, যেখানে এটি সম্মত হয়েছিল যে চিত্রলেখা বিল্ডার্স মামলার সম্পত্তি বিকাশ করবে, এবং নির্মিত এলাকাটি উন্নয়নের পরে সমিতিকে দেওয়া হবে।

(iii) ০১.০৭.১৯৮০ তারিখে, কুসুম গোরুলে এবং তুকারাম বলিরাম নালাওয়াডের মধ্যে অংশীদারিত্ব একটি বিলুপ্তি চুক্তির মাধ্যমে ভেঙে যায়।

৩. মামলা নং ১৩৩৫/১৯৮৮

৩.১ মামলা সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করতে এবং ২৮.০৪.১৯৮০ তারিখের চুক্তি অনুযায়ী বিক্রয় দলিল সম্পাদনে বৈটি পরিবারের ব্যর্থতার বিষয়ে, উত্তরদাতা নং ১-সমাজ এবং উত্তরদাতা নং ২-কুসুম গোরুল মামলা নং ১৩৩৫/১৯৮৮ দায়ের করেন বম্বে হাইকোর্টে বৈটি পরিবারের বিরুদ্ধে ওই চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্যকারিতা চেয়েছে।

৩.২. মামলা বিচারাধীন থাকাকালীন, মেসার্স. চিত্রলেখা বিল্ডার্স পুনঃগঠিত হয়, এবং ০৮.০৪.১৯৮৯ তারিখের একটি অংশীদারি দলিল উত্তরদাতা নং ২-কুসুম গোরুলে, আপীল নং ২- নীনা অনিল শাহ এবং অন্য দুই অংশীদারের মধ্যে সম্পাদিত হয়। এস জে পাখরে এবং এস এন গাদেকর। অংশীদারিত্বের দলিল অনুসারে, আপীলকারী নং ২ কে মেসার্সের জি অংশীদার করা হয়েছিল। চিত্রলেখা বিল্ডার্সের পরিমাণ ৫০%।

৩.৩. পরবর্তীকালে, ২৬.০১.১৯৯৬ তারিখের একটি সম্পূরক দলিল উত্তরদাতা নং ২-কুসুম গোরুলে, আপীল নং ২- নীনা অনিল শাহ এবং অন্য দুই অংশীদারের মধ্যে সম্পাদিত হয়, যার মাধ্যমে এস যে পাখরে আপীলকারীর পক্ষে অংশীদারিত্বে তার সম্পূর্ণ অংশ ত্যাগ করেছেন নং ২, এবং এস.এন.গাদেকর আপীলকারী নং ২ মধ্যে সমানভাবে তার অংশ ত্যাগ করেছেন এবং উত্তরদাতা নং ২

৩.৪. ৩১.০৮.১৯৯১ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বোম্বে হাইকোর্ট সম্পত্তির একজন কোর্ট রিসিভার নিযুক্ত করেছে। উল্লেখ্য যে, উত্তরদাতা নং ২ মামলার সম্পত্তির দখল নিয়েছিলেন এবং সম্পত্তির চারপাশে একটি সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন।

৩.৫ আপীলকারীরা স্যুট নং ১৩৩৫/১৯৮৮-এ সহ-বাদী হিসাবে অভিযোগের জন্য চেম্বার সমন নং ১৩৩৪/২০০৪ দাখিল করেছেন। উত্তরদাতারা নিজেদেরকে আসামী হিসাবে স্থানান্তর করার জন্য চেম্বার সমন দাখিল করেছেন। হাইকোর্টের বিজ্ঞ একক বিচারক কর্তৃক ২৬.১০.২০০৪ তারিখের একটি সাধারণ আদেশে পক্ষগুলির দায়ের করা চেম্বার সমন নিষ্পত্তি করা হয়। সহ-বাদী হিসাবে ইমপ্লিডমেন্টের জন্য আপীলকারীদের দ্বারা দাখিল করা চেম্বার সমন রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় বলে খারিজ করা হয়েছিল, যেহেতু একটি পক্ষ নিজেকে মামলায় সহ-বাদী হতে বাধ্য করতে পারে না। আর. আই-সোসাইটি বিবাদী নং ৫৪ হিসাবে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

৩.৬. আপিলকারীরা ২৬.১০.২০০৪ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল নং ৫৯৮/২০০৫ দাখিল করে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের সামনে তাদের চেম্বার সমন প্রত্যাখ্যান করে।

৩.৭. ১৬.০২.২০০৫ তারিখের প্রথম সম্মতি ডিক্রি

উল্লিখিত আপিলের বিচারাধীন থাকাকালীন, উত্তরদাতা নং ২,১৬.০২.২০০৫ তারিখে ভাইটি পরিবারের সাথে একটি আপস করেন এবং সম্মতি শর্তাবলী তৈরি করেন, যার ফলে ভাইটি পরিবার উত্তরদাতা নং ২ এর পক্ষে কনভেয়েন্স ডিড সম্পাদন করতে সম্মত হয়। ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যালেন্স বিবেচ্য প্রাপ্তির উপর মনোনীত. চুক্তিটি ২৮.০৪.১৯৮০ তারিখে ভাইত্য পরিবার এবং মধ্যে। বাতিল হয়ে গেল চিত্রলেখা বিল্ডার্স। এই পর্যায়ে এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে আপীলকারীদের মামলার পক্ষ হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়নি।

সম্মতি শর্ত অনুযায়ী উত্তরদাতা নং আর-২, কুসুম গোরুলের মধ্যে আগত এবং ভাইত্য পরিবার, বিজ্ঞ একক বিচারক একটি সম্মতি ডিক্রি পাস তারিখ ১৬.০২.২০০৫, যার দ্বারা মামলা নং ১৩৩৫/১৯৮৮ আংশিকভাবে ডিক্রি করা হয়েছিল সম্মতি শর্তাবলী (প্রথম সম্মতি ডিক্রি) অনুযায়ী। এটা অবশ্য ছিল পর্যবেক্ষণ করেছেন যে বিবাদী নং ৫৪-এর ক্ষেত্রে মামলা চলবে সমাজ, যা এখন বাদী হিসাবে পুনরায় স্থানান্তরিত হয়েছে।

৩.৮. ২৬.০৭.২০০৫ তারিখে, উত্তরদাতা নং ২-কুসুম গোরুল বিক্রি মামলা সম্পত্তি মেসার্স ওসওয়াল এন্টারপ্রাইজ/বিল্ডার্স, যারা ছিলে পরবর্তীতে মামলা নং ১৩৩৫/১৯৮৮ এ বিবাদী নং ৫৭ হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়।

৩.৯. আপীলকারীরা আপীল নং ৫৯৮/২০০৫-এ চেম্বার সমন নং ৯৬১/২০০৫ দাখিল করে মূল চেম্বার সমন নং ১৩৩৪/২০০৪-এর সংশোধন চেয়ে, আবেদনকারীদের সহ-বাদীর পরিবর্তে বিবাদী হিসাবে অভিযুক্ত করা হোক। ১৯.০৮.২০০৫ তারিখের আদেশ দ্বারা হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ চেম্বার সমন নং ৯৬১/২০০৫ সহ আপিলের অনুমতি দেয় এবং নির্দেশ দেয় যে আপীলকারীদের মামলায় বিবাদী হিসাবে যুক্ত করা হবে। এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে আপিলকারীরা বিরোধের চূড়ান্ত রায় কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পক্ষ ছিলেন।

৩.১০. প্রথম সম্মতি ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল

মামলা নং ১৩৩৫/১৯৮৮-এ বিবাদী হিসাবে অভিযুক্ত হওয়ার পরে, ক্যাপেলেন্টরা ১৬.০২.২০০৫ তারিখের সম্মতি ডিক্রিকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য আপিল নং ৫৫৮/২০০৭ দাখিল করে। হাইকোর্ট ২২.০৭.২০১৪ তারিখের অপ্রমাণিত আদেশ দ্বারা আপীল খারিজ করে দেয়, এবং ধরে নেয় যে আপীলকারীরা ১৬.০২.২০০৫ তারিখের সম্মতি শর্তের পক্ষ নন, এবং এর দ্বারা আবদ্ধ হবেন না। আপীলকারীদের অধিকার সম্মতি শর্তাবলী দ্বারা প্রভাবিত হয়নি, এবং তাই, ১৬.০২.২০০৫ তারিখের আদেশটি ডি হস্তক্ষেপের পরোয়ানা দেয়নি।

২৬.০৭.২০০১৪ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য বর্তমান দেওয়ানী আপিল দায়ের করা হয়েছে।

৩.১১. ০৩.১০.২০০৫ তারিখের দ্বিতীয় সম্মতি ডিক্রি

০৩.১০.২০০৫ তারিখে, বিবাদী নং ১ এবং ২ ওসওয়াল এন্টারপ্রাইজের সাথে একটি সমঝোতা করেন, যেখানে সম্মত হন যে বিবাদী নং ১ ৫০ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির পর মামলার সম্পত্তি ওসওয়াল এন্টারপ্রাইজের কাছে হস্তান্তর করবেন এবং মামলার সম্পত্তির উপর কোনও দাবি করবেন না। বিজ্ঞ একক বিচারক খসড়া সংশোধনীটি রেকর্ডে গ্রহণ করেন এবং ওসওয়াল বিল্ডার্সকে বিবাদী নং ৫৭ হিসাবে আবেদন করেন। মামলা নং ১৩৩৫/১৯৯৮ সম্মতির শর্তাবলী (দ্বিতীয় সম্মতি ডিক্রি) অনুসারে ডিক্রি করা হয়েছিল। আপিলকারীদের আপত্তির প্রেক্ষিতে, হাইকোর্ট সম্মতি ডিক্রিকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য যথাযথ কার্যক্রম শুরু করার জন্য ৪ সপ্তাহ সময় মঞ্জুর করেন এবং আদালতের রিসিভারকে ৪ সপ্তাহের জন্য মামলার সম্পত্তির দখল হস্তান্তর না করার নির্দেশ দেন। সেই অনুযায়ী মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়।

৪. মামলা নং ৩১৬২/২০০৫

০৩.১০.২০০৫ তারিখের আদেশ অনুসারে, আপিলকারী নং ২, ১৬.০২.২০০৫ এবং ০৩.১০.২০০৫ তারিখের প্রথম এবং দ্বিতীয় সম্মতি ডিক্রিগুলিকে অবৈধ এবং বাতিল ঘোষণা করার জন্য বোম্বে হাইকোর্টে মামলা নং ৩১৬২/২০০৫ দায়ের করেন।

মেসার্স চিত্রলেখা বিল্ডার্সকে বিবাদী নং ১ হিসাবে, আ কুসুম গোরুলকে বিবাদী নং ২ হিসাবে এবং মেসার্সকে আসামী করা হয়েছিল। ওসওয়াল এন্টারপ্রাইজকে বিবাদী নং ৩ হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

প্রার্থনা করা হয়েছিল যে:

"

(ক) এই মাননীয় আদালত এই ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত যে অংশীদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স চিত্রলেখা বিল্ডার্স ১৫.০৭.২০০৪ তারিখে বা এই মাননীয় আদালত উপযুক্ত এবং সঠিক বলে মনে করতে পারে এমন অন্য তারিখ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে;

(খ) এই মাননীয় আদালত এই মাননীয় আদালতের আদেশ ও নির্দেশের অধীনে অংশীদারিত্ব সংস্থা মেসার্স চিত্রলেখা বিল্ডার্সের বিষয়গুলি ভেঙে দেওয়ার এবং বন্ধ করার আদেশ দিতে পেরে খুশি হবেন।

(গ) এই মাননীয় আদালত পার্টনারশিপ ফার্ম মেসার্স চিত্রলেখা বিল্ডার্সের বিলুপ্তির তারিখ থেকে বা এই মহামান্য আদালত উপযুক্ত ও সঠিক বলে মনে করার তারিখ থেকে এবং শেয়ারের শেয়ারের হিসাব গ্রহণের আদেশ দিতে পেরে খুশি হবেন। বাদী এবং বিবাদী নং ২ নিশ্চিত করা হবে এবং পরিশোধ করার আদেশ দেওয়া হবে।

(ঘ) পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং আদেশ প্রদান করা;

(ঙ) এই মাননীয় আদালত ১৬.২.২০০৫ তারিখের ১৯৯৮ সালের মামলা নং ১৩৩৫-এ পাস করা সম্মতি ডিক্রি আইনে খারাপ, বেআইনি এবং বাতিল এবং মামলা সম্পত্তির জন্য বাধ্যতামূলক নয় বলে ঘোষণা করতে পেরে খুশি হবেন;

(চ) এই মাননীয় আদালত আরও ঘোষণা করতে পেরে খুশি হবেন যে .০৩.১০.২০০৫ তারিখের সম্মতির ডিক্রি স্যুট নম্বরে পাস হয়েছে। ১৯৯৮ সালের ১৩৩৫ আইনে খারাপ, অবৈধ এবং অকার্যকর এবং মামলা সম্পত্তির উপর বাধ্যতামূলক নয়;

(ছ) এই মাননীয় আদালত এই ঘোষণা করতে পেরে খুশি হচ্ছেন যে ২৫.০৭.২০০৫ তারিখের অভিযুক্ত কনভেয়েন্সটি বিবাদী নং-এর পক্ষে সম্পাদিত হয়েছে৷ মামলা সম্পত্তির ৩ আইনে খারাপ, অকার্যকর, নিষ্ক্রিয় এবং মামলা সম্পত্তির বিরুদ্ধে প্রয়োগযোগ্য নয়।

(জ) এই মাননীয় আদালত ২৬.০৭.২০০৫ তারিখে মামলার সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিবাদী নং ৩ এর পক্ষে সম্পাদিত কথিত হস্তান্তর বাতিল এবং প্রত্যাহারের ডিক্রি জারি করতে পেরে আনন্দিত।

(ঝ) মামলার রিসিভারের শুনানি এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি মুলতুবি, হাইকোর্ট, বোম্বে বা অন্য কোন উপযুক্ত এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে মামলার সম্পত্তির ক্ষেত্রে রিসিভার হিসাবে নিযুক্ত করা হবে বিশেষভাবে বাদী এবং চিহ্নিত প্রদর্শনীর সাথে সংযুক্ত তফসিলে বর্ণিত। সিভিল প্রসিডিউর কোড, ১৯০৮ এর আদেশ ৪০ এর অধীনে সমস্ত ক্ষমতা সহ

(ঞ) শুনানি মুলতুবি এবং মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিযোগ্য বিবাদী নং. ২ এবং ৩, তাদের এজেন্ট, ভৃত্য এবং/অথবা তাদের মাধ্যমে কাজ করা বা দাবি করা যেকোন ব্যক্তিকে এই মাননীয় আদালতের অন্তর্বর্তী আদেশ এবং আদেশ দ্বারা তৃতীয় পক্ষের স্বার্থের লেনদেন, নিষ্পত্তি বা সৃষ্টি করা বা উন্নয়ন কাজগুলি পরিচালনা করা থেকে বিরত রাখা হবে। মামলার সম্পত্তিতে যে কোনো প্রকৃতি বিশেষভাবে বাদী এবং চিহ্নিত প্রদর্শনী-বি-এর সাথে সংযুক্ত তফসিলে বর্ণিত।

(ট) প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ (ঝ) এবং (ঞ) উপরে দেওয়া হবে;

(ঠ) মামলার খরচ বাদীকে প্রদান করা হবে;

(ড) মামলার প্রকৃতি এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী এই ধরনের অন্যান্য এবং আরও প্রতিকার মঞ্জুর করা যেতে পারে।"

শুনানির সময়, আমাদের জানানো হয়েছিল যে মামলা নং ৩১৬২/২০০৫ সাক্ষ্য রেকর্ড করার পর্যায়ে বিচারাধীন।

৫. সালিশি কার্যক্রম

৫.১. আপীল নং-২-নীনা অনিল শাহ এবং উত্তরদাতা নং-২-কুসুম গোরুলের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কিত বিরোধ সালিসি কার্যধারার আহ্বানের দিকে পরিচালিত করে। ২২.০৭.২০০৫ তারিখের আদেশ দ্বারা বোম্বে কোর্ট একমাত্র সালিসকারী হিসাবে মাদ্রাজ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বিচারপতি এসি আগরওয়ালকে নিযুক্ত করে।

৫.২. একমাত্র সালিসকারী ০১.০৮.২০০৬ তারিখে একটি পুরষ্কার পাস করে যে অংশীদারিত্ব সংস্থা-চিত্রলেখা বিল্ডার্স ১৫.০৭.০০৪ তারিখে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মামলা সম্পত্তি অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের একটি সম্পদ ছিল না. আপীলকারী নং ২ কে ৬২,১৮,৩২৪ টাকা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পার্টনারশিপ ফার্মের খরচের ৫০% সুদের সঙ্গে @ ১২% প্রতি বছর।

৫.৩. আপীলকারীরা ৩৪-এর অধীন রায়টি বাতিল করার জন্য আপত্তি দাখিল করেছেন, যা ০৩.১০.২০০৬ তারিখের আদেশ দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল।

আপীলকারীরা আপীল নং ৮১৩/২০০৬ ধারা ৩৭ এর আধিনে দায়ের করেছে। ১৯৯৬ আইনের, যেখানে ২১.০৭.২০১৪ তারিখের আদেশ দ্বারা, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনটি ধারা ৩৪ এর আধিনে রিমান্ড করে নতুন বিবেচনার জন্য।।

৫.৪. ০৫.০৬.২০১৭ তারিখের আদেশ দ্বারা হাইকোর্টের একজন একক বিচারক আংশিকভাবে আবেদনের অনুমতি দিয়েছেন ধারা ৩৪ এর আধিনে, এবং অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের খরচের জন্য দাবি একপাশে সেট করুন।

৫.৫. আপীলকারী নং ২ হাইকোর্টে আইনের ৩৭ ধারার অধীনে আপিল নং ২৬৬-২৬৮/২০১৭ দাখিল করেছেন, যা বর্তমানে ডিভিশন বেঞ্চের সামনে বিবেচনাধীন রয়েছে।

৬ সুপ্রিম কোর্টের সামনে কার্যধারা

বর্তমান দেওয়ানী আপিলের চ্যালেঞ্জটি ২২.০৭.২০১৪ তারিখের আদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ যা হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত আপিল নং ৫৫৮/২০১৭ আপীলকারীদের দ্বারা ১৬.০২.২০০৫ তারিখের প্রথম সম্মতি ডিক্রিকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য আপিল নং ৫৫৮/২০১৭ দ্বারা গৃহীত হয়েছে৷

৬.১. এই আদালত ১৯.১১.২০১৪ তারিখের আদেশ দ্বারা শুধুমাত্র আপীলকারী এবং উত্তরদাতা নং ২-কুসুম গোরুলে (মূলত উত্তরদাতা নং ৫৫) এর মধ্যে একটি নিষ্পত্তির সম্ভাবনা অন্বেষণ করার জন্য নোটিশ জারি করেছে৷

৬.২. আপিলকারীরা আই.এ. নং ৯/২০১৬ পক্ষগুলির অ্যারে থেকে মূল উত্তরদাতা নং ২ থেকে ৫৪ (ভাইত্য পরিবারের সদস্যদের) মুছে ফেলতে৷ জনাব অনিল জি শাহ- আপীল নং-২-এর স্বামী এবং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ধারক-নিনা অনিল শাহ এই আদালতের চেম্বার জজের সামনে হাজির হন, যখন আই এ . ২৮.১১.২০১৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উক্ত আপীলকারীর দায়েরকৃত নং ৯/২০১৬ আপীলকারীদের ঝুঁকিতে অনুমোদিত হয়েছিল৷

৬.৩. ২৭.০৩.২০১৮ তারিখে, আপীলকারীরা আই.এ. নং ৪৮৩০৮/২০১৮ ওসওয়াল এন্টারপ্রাইজেসকে বর্তমান কার্যধারার পক্ষ হিসেবে অভিযুক্ত করা।

৬.৪. এই আদালত ১২.১২.২০১৯ তারিখের আদেশ দ্বারা আপীলকারীর পক্ষে আদালতকে সহায়তা করার জন্য জনাব নিখিল নায়ারকে অ্যামিকাস কিউরিয়া হিসাবে সিনিয়র কাউন্সেল নিযুক্ত করেছেন।

৬.৫. 17.03.2020 তারিখে, আপিলকারীরা এলএ নং 73241/2020 দাখিল করেছেন উত্তরদাতা নং 2 থেকে 54 অর্থাৎ ভাইটি পরিবারের সদস্যদের পুনরায় আবেদন করুন [যাকে 28.11.2016 তারিখের আদেশের মাধ্যমে মুছে ফেলা হয়েছে৷ পক্ষ হিসাবে

বর্তমান সিভিল আপিল।

৭. আমরা আপিলকারী নং ২-এর মোক্তারনামা হিসেবে বিজ্ঞ আদালত বান্ধব, বরিষ্ঠ আইনজীবী জনাব নিকিল নায়ার, বরিষ্ঠ আইনজীবী শ্রী জয় সাভলা এবং শ্রী অনিল জি. শাহ-কে ব্যক্তিগতভাবে শুনানি করেছি।

৮. আমরা প্রথমে 2 টি মুলতুবি থাকা আই. এ. গুলি নিয়ে কাজ করব।

(i) আই এ নং ৪৮৩০৮/২০১৮ ওসওয়াল বিল্ডার্সকে বর্তমান সিভিল আপিলের পক্ষের উত্তরদাতা হিসাবে অভিযুক্ত করার জন্য দায়ের করা হয়েছিল। আমরা দেখতে পাই যে কথিত আই এ বরখাস্ত হওয়ার যোগ্য, যেহেতু ওসওয়াল বিল্ডার্স ইতিমধ্যেই বম্বে হাইকোর্টে আপীলকারীর দ্বারা দায়ের করা সারবত্তা নং ৩১৬২/২০০৫-এ বিবাদী নং ৩ হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

(ii) আই এ নং ৭৩২৪১/২০২০ আবেদনকারীদের দ্বারা ২ থেকে ৫৪ নং পুনরায় আবেদন করার জন্য আবেদন করা হয়েছে, যার আপীলকারীদের ঝুঁকিতে ২৮.১১.২০১৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে মুছে ফেলা হয়েছিল। আমরা মনে করি যে কথিত আই.এ. এই পর্যায়ে অনুমতি দেওয়া যাবে না। বলেছেন আই এ সেই অনুযায়ী বরখাস্ত করা হয়।

৯. শ্রী নিখিল নায়ার, আদালত বান্ধব হিসাবে উপস্থিত বরিষ্ঠ কৌঁসুলি, শ্রী অনিল জি. শাহ ব্যক্তিগতভাবে, আপীল নং-২ এর পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোল্ডার হিসাবে। এবং উত্তরদাতাদের জন্য শেখা কৌঁসুলি ব্যাপকভাবে যোগ্যতার ভিত্তিতে তাদের জমা দিয়েছেন। রেকর্ড থেকে যা পাওয়া যায় তা হল যে ১৬.০২.২০০৫ এবং ০৩.১০.২০০৫ তারিখের উভয় সম্মতি ডিক্রিকে আপিলকারীদের নির্দেশে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে তাদের উদাহরণে দাখিলকৃত মূল ই মামলা নং ৩১৬২/২০০৫, যা বোম্বেতে বিচারাধীন রয়েছে হাইকোর্ট।

১০. আপীলকারীদের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীর দাখিল হল যে আপীলকারীরা ১৬.০২.২০০৫ এবং ০৩.১০.২০০৫ তারিখের স্যুট নং ১৩৩৫/১৯৮৮ এ পাসকৃত সম্মতি আদেশের স্বাক্ষরকারী নন যা আপীলকারীদের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর এবং সিভিল প্রসিডিউর কোড, ১৯০৮ এর ধারা ৯৬ আহ্বান করে একটি আপীলে তাদের দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। হাইকোর্ট আপীলকারীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে উত্থাপিত বিরোধ পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের দ্বারা একটি সারগর্ভ মামলা দায়ের করা একটি গ্রাউন্ড হতে পারে না। তাদের আপিল প্রত্যাখ্যান করার জন্য, বিশেষ করে যেহেতু একটি পেটেন্ট ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে পিছনে ১৬.০২.২০০৫ তারিখের সম্মতি ডিক্রি পাস করার সময় আপিলকারীদের।

১১. এটি আরও দাখিল করা হয়েছিল যে যদিও আপিলকারীরা ছিলেন পরবর্তী পর্যায়ে মামলা নং ১৩৩৫/১৯৮৮ এ অভিযোগ করা হয়েছে, এটি কোনভাবেই উচিত নয় ১৬.০২.২০০৫ তারিখের আদেশকে আক্রমণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, যা পাস হয়েছিল তাদের পিছনে, এবং আইনের দৃষ্টিতে একটি বাতিলতা।

এই পরিস্থিতিতে, ১৬.০২.২০০৫ তারিখের আদেশটি এই কারণেই প্রত্যাহার করা উচিত যে এটি তাদের অনুপস্থিতিতে পাস করা হয়েছিল, তাদের ক্ষতির জন্য।

১২ এটি আরও বলা হয়েছিল যে ১৬.০২.২০০৫ তারিখের সম্মতি শর্তে আপস ডিক্রি অনুসারে, ২২.০৭.২০০৫ তারিখের অ্যাকনভেয়েন্স ডিডটি একটি তৃতীয় পক্ষের অর্থাৎ ওসওয়াল এন্টারপ্রাইজের অনুকূলে মামলার সম্পত্তি বিচ্ছিন্ন করার জন্য কার্যকর করা হয়েছিল, আবেদনকারীদের অধিকারের অবমাননা করে। এবং আপীলকারীদের শুনানির সুযোগ না দিয়ে মামলার সম্পত্তির দখল ভাগ করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, তাদের অধিকার গুরুতরভাবে হুমকির মুখে পড়েছে।

১৩. আপীলকারী ব্যক্তিগতভাবে হাজির হন, এবং কোডের ধারা ৯৬ এর অধীনে পছন্দের আপিলের সুযোগ সম্পর্কে এই আদালতের কিছু রায়ের উপর নির্ভর করেন।

১৪. অন্যদিকে, বিবাদীদের জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলি, হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়কে সমর্থন করার সময় দাখিল করেছেন যে আপীলকারীদের অধিকার হাইকোর্ট দ্বারা সংরক্ষিত হয়েছে বাতিল করা রায়ের অধীনে, এবং কিসের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে তাত্ক্ষণিক আপীলে আপীলকারীরা তাদের উদাহরণে দায়ের করা মামলা নং ৩১২৬/ ২০০৫ -এ চ্যালেঞ্জের বিষয়। আপীলকারীদের পক্ষে সার্থক মামলায় তাদের প্রতিকারের পথ খোলা ছিল। প্রদত্ত পরিস্থিতিতে, হাইকোর্টের দ্বারা এই আদালতের হস্তক্ষেপের জন্য অপ্রীতিকর রায়ে কোনও ত্রুটি ঘটেনি।

১৫. মূল মামলা নং ১৩৩৫/১৯৮৮ মূলত কুসুম গোরুলের (অর্থাৎ গীতাঞ্জলি জি সোহানী) [মূল বাদী নং. ২ মামলা নং ১৩৩৫/১৯৮৮] এবং ভাইত্য ফামিলি এবং সম্মতি শর্তাবলী ডিক্রি ১৬.০২.২০০৫ তারিখের আদেশের মাধ্যমে পাস করা হয়েছিল, এবং পরবর্তী সম্মতি আদেশ তারিখ ০৩.১০.২০০৫, পক্ষগুলির মধ্যে পাস করা হয়েছিল, যেমন৷ জিআইসি কর্মচারীদের সোনালবিহার কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি (স্যুট নং ১৩৩৫/১৯৮৮-এ আসল বাদী নং ১) এবং ওসওয়াল এন্টারপ্রাইজেস (বিবাদী নং ৫৭ মামলা নং ১৩৩৫/১৯৮৮)। নিঃসন্দেহে, মামলা নং ১৩৩৫/১৯৮৮ যোগ্যতার ভিত্তিতে আদালতের দ্বারা পরীক্ষা করা হয়নি, যেহেতু কার্যধারার পক্ষগুলি একটি সমঝোতায় প্রবেশ করেছিল, এবং ১৬.০২.২০০৫ তারিখের আদেশের মাধ্যমে আদালত কর্তৃক একটি সম্মতি আদেশ পাস হয়েছিল ০৩.১০.২০০৫ ফলস্বরূপ, মামলা ছিল

সম্মতি শর্তাবলী পক্ষের মধ্যে আগত নিষ্পত্তি.

১৬ বর্তমান আপীলকারীরা এর কার্যধারার পক্ষ ছিলেন না যে পর্যায়ে সম্মতি আদেশ ১৬.০২.২০০৫ তারিখে পাস করা হয়েছিল, বা ০৩.১০.২০০৫ তারিখের পরবর্তী আদেশ মামলা নং ১৩৩৫/১৯৮৮ এ।

১৬.০২.২০০৫ এবং ০৩.১০.২০০৫ তারিখের একটি সম্মতি আদেশের ফলস্বরূপ বর্তমান আপীলকারীদের উপর বাধ্যতামূলক প্রভাব ফেলবে না। ১৬.০২.২০০৫ এবং ০৩.১০.২০০৫ তারিখের সম্মতি আদেশগুলিকে ৩১৬২/২০০৫ নং সারস্ট্যান্টিভ স্যুটে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, আদালতের দ্বারা স্বাধীনভাবে আইন অনুযায়ী তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে পরীক্ষা করা প্রয়োজন, অপ্রমাণিত রায়ে করা পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তারিখ ২২.০৭.২০১৪ ।

১৭ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ অসম্মানিত রায়ে, জমা দেওয়া দাখিলগুলি নোট করার পরে, একটি অনুসন্ধান রেকর্ড করেছে যে যেহেতু আপীলকারীরা কার্যধারার পক্ষ ছিলেন না, এবং ১৬.০২.২০০৫ তারিখের আদেশটি পাস করা হয়েছে। কার্যধারার পক্ষগুলির জন্য সম্মত শর্তাবলী, এটি আপীলকারীদের উপর বাধ্যতামূলক হবে না এবং তাদের অধিকারগুলি স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে তাদের উদাহরণে দায়ের করা মূল মামলায়। প্রত্যাখ্যান করা রায়ের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি নিম্নরূপ:-

> ১৩. এটি একটি স্বীকৃত অবস্থান যে কথিত মিসেস কুসুম মেসার্স চিত্রলেখা বিল্ডার্স, একটি অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বা উক্ত অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হিসাবে সম্মতির শর্তাবলীতে স্বাক্ষর করেননি। নিষ্পত্তি যা রেকর্ড করা হয়েছে ডিক্রির পরিপ্রেক্ষিতে সম্মতি শর্তাবলী পক্ষের মধ্যে হয় এবং প্রকৃতপক্ষে যে তারিখে সম্মতি শর্তাবলীর পক্ষ ছিল না অপ্রত্যাশিত আদেশটি পাশ করা হয়েছিল, এমনকি তারা মামলার পক্ষ হিসাবেও জড়িত ছিল না তাই, এটি স্পষ্ট যে ১৬.০২.২০০৫ তারিখের সম্মতি শর্তাবলী, যার ভিত্তিতে ১৬.০২.২০০৫ তারিখের বাতিল আদেশটি পাশ করা হয়েছিল। আপীলকারীদের আবদ্ধ করুন।
>
> ১৪. ফলস্বরূপ, ১৬.০২.২০০৫ তারিখের উল্লিখিত সম্মতি শর্তাবলীর ভিত্তিতে পাস করা সম্মতি ডিক্রি আপীলকারীদের আবদ্ধ করে না। পূর্বে বলা হয়েছে, অপ্রত্যাশিত আদেশের অধীনে, মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়নি। পরবর্তী আদেশের মাধ্যমে মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে, যা বর্তমান আপিলের চ্যালেঞ্জের বিষয় নয়। তাই, এই আপীলে মামলা পুনঃস্থাপনের আদেশ পাশ করা যাবে না।
>
> ১৫. অতএব, আপিলকারীরা কোনওভাবেই আপত্তিকর আদেশ দ্বারা প্রভাবিত হন না। অতএব, আপত্তিকর আদেশে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। তবে, আমরা স্পষ্ট করে বলছি যে আমরা প্রশ্নবিদ্ধ সম্পত্তির বিষয়ে আপিলকারীদের দাবি করা অধিকারের পাশাপাশি একই সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত দ্বিতীয় আপিলকারীর দায়ের করা পৃথক দেওয়ানি মামলা হিসাবে বিবাদীদের দাবি করা অধিকারের বিষয়ে কোনও রায় দেইনি।"

১৮. আমরা এও বিবেচনা করি যে যেহেতু আপীলকারীরা সম্মতির শর্তাবলীর একটি পক্ষ ছিল না যেমন রেকর্ড থেকে স্পষ্ট, ১৬.০২.২০০৫ তারিখে যখন আদেশগুলি ০৩.১০.২০০৫ এর পরে পাস করা হয়েছিল, তখন এটি বাধ্যতামূলক নাও হতে পারে আপিলকারীদের। এর আইনী প্রভাব আইন অনুসারে নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে তাদের দৃষ্টান্তে দায়ের করা মূল মামলায় পরীক্ষা করার জন্য উন্মুক্ত। আমরা হাইকোর্টের দ্বারা সংঘটিত কোনো ত্রুটি খুঁজে পাই না, যা আমাদের হস্তক্ষেপের জন্য কল করতে পারে।

১৯. আপীলকারীদের জন্য এবং আপীলকারী-ইন-পার্সনের জন্য বিজ্ঞ অ্যামিকাস কিউরিয়ার দাখিল হল যে তাদের উদাহরণে সারগর্ভ মামলাটি পছন্দ করা ছাড়াও, ১৬.০২.২০০৫ তারিখের সম্মতি ডিক্রি, ০৩.১০.২০০৫ এর সাথে অনুসরণ করা হয়েছে, যা কোডের ধারা 96-এর অধীনে তাদের নির্দেশে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, যোগ্যতার ভিত্তিতে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা পরীক্ষা করা উচিত এবং কোডের ধারা 96-এর অধীনে দায়ের করা তাদের আপিলের মূল অধিকারকে শুধুমাত্র ভিত্তির ভিত্তিতে আটকানো যেতে পারে না। ৩১৬২/২০০৫ একটি সারগর্ভ মামলা তাদের উদাহরণে পছন্দ করা হয়েছে, বিচার মুলতুবি আছে। দাখিলটির কোন অর্থ নেই যেহেতু প্রথম উদাহরণে, মামলা নং ১৩৩৫/১৯৮৮ আদালত দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল ১৬.০২.২০০৫ তারিখের আদেশের মাধ্যমে এবং ০৩.১০.২০০৫ তারিখের আদেশের মাধ্যমে কার্যধারার পক্ষের মধ্যে উপস্থিত সম্মতি শর্তে। প্রদত্ত পরিস্থিতিতে, যদিও আপীলকারীদের পরবর্তীতে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, তাদের সিপিসির ধারা 96 এর অধীনে আপিল করার অধিকার রয়েছে। যাইহোক, যেহেতু আপীলকারীরা সম্মতি আদেশের পক্ষ ছিলেন না, তাই ১৬.০২.২০০৫ এবং ০৩.১০.২০০৫ তারিখের সম্মতি আদেশের আইনী প্রভাব পরীক্ষা করার জন্য এটি আদালতের জন্য উন্মুক্ত ছিল না যেখানে আপীলকারীরা একটি পক্ষ ছিলেন না। ১৬.০২.২০০৫ তারিখের সম্মতি আদেশ এবং ০৩.১০.২০০৫ এর পরে তাদের উদাহরণে মূল মামলা দায়ের করা হলে, এটি তাদের উদাহরণে শুরু হওয়া মুলতুবি কার্যধারায় স্বাধীনভাবে নিজের যোগ্যতার ভিত্তিতে পরীক্ষা করার জন্য উন্মুক্ত।

২০. যতদূর আপীলকারীদের অধিকার সম্পর্কিত, ২২.০৭.২০১৪ তারিখের অপ্রীতিকর রায়ে হাইকোর্ট কর্তৃক যথাযথভাবে সুরক্ষিত হয়েছে। এর সাথে সাথে, আমরা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে হাইকোর্ট দ্বারা ২২.০৭.২০১৪ তারিখের অপ্রীতিকর রায়ে যে পর্যবেক্ষণ/অনুসন্ধানগুলি রেকর্ড করা হয়েছে, তা কোনোভাবেই আপীলকারীদের অধিকারের প্রতি ক্ষতি করে না এবং মুলতুবি মামলা নং ৩১৬২/২০০৫ আপীলকারী কর্তৃক দায়েরকৃত আদালত তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করতে পারে

২২.০৭.২০১৪ তারিখের অপ্রকৃত রায়ে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আইন অনুসারে।

২১. যেহেতু মামলাটি ২০০৫ সালে স্থাপিত হয়েছিল, তাই আমরা এটি পর্যবেক্ষণ করা উপযুক্ত মনে করি যে হাইকোর্ট মামলা নং ৩১৬২/২০০৫ যত দ্রুত সম্ভব শুনবে এবং নিষ্পত্তি করতে পারে, বিশেষত এক বছরের মধ্যে।

২২. উপরোক্ত শর্তাবলীর উপর দেওয়ানী আপীল খরচ হিসাবে কোন আদেশ ছাড়াই নিষ্পত্তি করা হয়।

২৩. বিচারাধীন আবেদন(গুলি), যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হয়

২৪. আমরা শ্রী নিখিল নায়ারের প্রচেষ্টা এবং সময়কে প্রশংসা করি, এই আদালতে তার সক্ষম সহায়তা প্রদানের জন্য সিনিয়র আইনজ্ঞ।

দেবিকা গুজরাল আপিল নিষ্পত্তি

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly